তারিখ ... 11 APR 2016 ...
পৃষ্ঠা ...১০... কলাম ...২... ......

প্রথম আলো

বিদ্যালয়ের সংস্কারকাজে ত্রুটি

দায়ী ব্যক্তিদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নিন

সরকারি কোনো কাজ যে ঠিকভাবে হয় না এবং সরকারি কাজ মানেই অনিয়ম, দুর্নীতি আর গাফিলতি তার প্রমাণ আরও একবার পাওয়া গেল প্রাথমিক বিদ্যালয় পুনর্নির্মাণ ও সংস্কারের দ্বিতীয় পর্যায় প্রকল্পের কাজে। এ প্রকল্পের আওতায় সংস্কার করা হলেও দেশের ৭০টি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে নানা ত্রুটি রয়ে গেছে। এসব বিদ্যালয়ের মধ্যে কোনো কোনোটির মেঝে ফেটে গেছে, উঠে গেছে আস্তর। আবার কোনো কোনোটির মেঝে দেবে গেছে। কোনো কোনো বিদ্যালয়ের দরজা ভাঙা। কয়েকটি বিদ্যালয়ের টয়লেট ব্যবহারের অনুপযোগী। অকেজো হয়ে আছে কয়েকটি বিদ্যালয়ের নলকূপ। ৪৩টি বিদ্যালয়ে নতুন ভবন নির্মাণ করা হয়েছে কোনো ধরনের মাটি পরীক্ষা ছাড়াই। সরকারের বাস্তবায়ন, পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন বিভাগ (আইএমইডি) এসব বিদ্যালয় পরিদর্শন করে এক প্রতিবেদনে এসব তথ্য দিয়েছে।

গতকাল *প্রথম আলোয়* প্রকাশিত এ-সংক্রান্ত খবরে বলা হয়, প্রকল্পের আওতায় ৫ হাজার ৬০০টি সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় পুনর্নির্মাণসহ স্যানিটারি ল্যাট্রিন, টিউবওয়েল স্থাপন ছাড়াও ২ লাখ ৬৮ হাজার ৮০০ বেঞ্চ, ৩৩ হাজার ৬০০ চেয়ার, ২২ হাজার ৪০০টি টেবিল ও ৫ হাজার ৬০০টি স্টিলের আলমারি সরবরাহ করা হয়। কিন্তু সরবরাহ করা এসব বেঞ্চের কয়েকটি বেঁকে কিংবা ফেটে গেছে। পাঁচটি বিদ্যালয়ে আসবাবের মান নিম্নমানের।

তিন দফায় বাড়িয়ে প্রকল্পের মোট ব্যয় ধরা হয়েছে প্রায় ১ হাজার ৬৬৭ কোটি টাকা। অথচ তারপরও ৭০টি বিদ্যালয়ের এই বেহাল দশা। বোঝাই যাচ্ছে, এসব সংস্কারকাজের সময় ব্যাপক দুর্নীতি হয়েছে। সিমেন্ট-বালুর মিশ্রণ ঠিক থাকলে কখনোই মেঝে দেবে বা ফেটে যাওয়ার কথা নয়। দরজা নতুন করে লাগালে বা মেরামত করা হলে ভাঙা পাওয়ার কথা নয়। এখন সরকারের প্রতি আমাদের অনুরোধ, যেকোনো প্রকল্প বাস্তবায়নের সময় বাড়তি তদারকির ব্যবস্থা করুন। সেই সঙ্গে এসব ত্রুটি, অনিয়ম ও দুর্নীতির সঙ্গে জড়িত ব্যক্তিদের বিরুদ্ধে আইনি ব্যবস্থাও নিতে হবে।